মাসিক

তরজুমান

The Monthly TARJUMAN

- শাহানশাহ্-ই- বেলায়ত হযরত আলী (রা.)
- হযরত আলী ও আমীরে মুয়াবিয়া (রহ.) এর মতানৈক্য ইজতিহাদী
- প্রেমাস্পদের পথে

মিশরের একটি মসজিদ

হযরত আলী ও আমীরে মু'আবিয়া রদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা'র মতানৈক্য ইজতিহাদী

মুফতী সৈয়দ মুহাম্মদ অছিয়র রহমান

[হযরত আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহু ও হযরত আমীরে মু'আবিয়া রদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র মধ্যে মতবিরোধ এবং একে কেন্দ্র করে বিভিন্ন মতবাদীদের ভ্রান্ত মন্তব্যের কারণে নানা বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে। এ দু'জন মহামর্যাদাবান সাহাবীর মতানৈক্যের কারণ এবং এর সঠিক বিশ্লেষণ কী? তা জানতে চেয়েছেন জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়ার শিক্ষার্থী মুহাম্মদ শেখ সা'দী, নূর মুহাম্মদ, নজরুল ইসলাম ও মুহাম্মদ মামুনুর রশীদ। তাই এ বিষয়ে ফতোয়া আকারে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছেন বিশিষ্ট ফক্বীহ মুফতী সৈয়দ মুহাম্মদ অছিয়র রহমান]

ইসলামের ইতিহাসে মাওলা আলী শের-ই খোদা হযরত আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন একাধারে হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র জামাতা, খোলাফা-ই রাশিদীনের অন্যতম বিশিষ্ট সাহাবী, বিজ্ঞ রাজনীতিবিদ, সুদক্ষ শাসক এবং সুনিপুণ রণকৌশলী।

আর হযরত আমীরে মু'আবিয়া রদ্বিয়াল্লাহু আনহুও ছিলেন ওহী লিখক ও দক্ষতা ও বুদ্ধিমত্তাপূর্ণ বিশিষ্ট সাহাবী; ব্যক্তিত্ব ও কর্মদক্ষতার বলে তিনি প্রায় ৪০ বছর একাধিক পদে ক্ষমতার মসনদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। হযরত মাওলা আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর ওফাতের ছ'মাস পর তিনি মুসলিম জগতের একচ্ছত্র অধিপতি প্রথম সুলতান হিসেবে শাসনভার গ্রহণ করেন। উল্লেখ্য, এ ছ'মাস হযরত হাসান রদ্বিয়াল্লাহু আনহু হযরত আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর স্থলাভিষিক্ত হন। এরপর তিনি হযরত আমীরে মু'আবিয়া রদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র অনুকূলে খিলাফতের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি গ্রহণ করেন। তখনকার জীবিত সাহাবী ও তাবেঈনদের মধ্যে কেউ তাঁর শাসনের বিরোধিতা করেননি।

কিন্তু তিক্ত হলেও সত্য যে, চৌদ্দশ' বছর পর শিয়া, রাফেজী, আবুল আ'লা মওদূদী ইত্যাদি ভ্রান্ত মতবাদের অনুসারী ও স্বার্থান্বেষী মহল হযরত মাওলা আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহূ ও আমীরে মু'আবিয়া রদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র মধ্যে যে ইজতিহাদী মতানৈক্যের সৃষ্টি হয়, তার যথাযথ ও সঠিক বিশ্লেষণ না করে সত্যের মাপকাঠি সাহাবা-ই কেরামের সমালোচনায় উঠে পড়ে লেগে যায়। ক্ষেত্র বিশেষে তারা এমন সব আষাঢ়ে গল্পের অবতারণা করে, যা বিবেকবান মানুষকেও নাড়া দেয়। ইতিহাসের বর্ণিল পাতায় হযরত আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহু ও আমীর মু'আবিয়া রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর মধ্যে মতানৈক্য এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়, যার সঠিক সমাধান অনুসন্ধান করা ও জানা প্রত্যেকের জন্য জরুরি। প্রথমে সম্মানিত সাহাবা-ই কেরামের শান-মান ও মর্যাদা সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করা যাক।

কোরআনের আলোকে সাহাবা-ই কেরামের মর্যাদা

মহান আল্লাহ পাক প্রিয়নবী রসূলে আকরম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র প্রিয়সহচর সাহাবা-ই কেরামকে যে মর্যাদার আসনে আসীন করেছেন, পৃথিবীর ইতিহাসে তা সমুজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। বহু আয়াত ও হাদীস শরীফ দ্বারা তাঁদের মর্যাদা প্রকাশ পায়। নিম্নে কতিপয় আয়াত উপস্থাপনের প্রয়াস পাচ্ছি। মহান আল্লাহ্ এরশাদ করেন-

لَا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ ۚ أُولَٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَاتَلُوا ۚ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ ۚ الآية

অর্থাৎ: তোমাদের মধ্যে সমান নয় ঐসব লোক, যারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে ব্যয় ও জিহাদ করেছে, তারা মর্যাদায় ওইসব লোক অপেক্ষা বড়, যারা মক্কা বিজয়ের পর ব্যয় ও জিহাদ করেছে এবং তাদের সবার সাথে আল্লাহ্ জান্নাতের ওয়াদা করেছেন। [সূরা হাদীদ : ১০ আয়াত]

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ ۗ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ

অর্থাৎ: যখন তাদেরকে বলা হয়, 'ঈমান আন, যেমন অপরাপর লোকেরা ঈমান এনেছে', তখন তারা বলেন, 'আমরা কি নির্বোধদের মত ঈমান আনব?' শুনছো! তারাই হল নির্বোধ, কিন্তু তারা জানেনা। [সূরা বাক্বারা : ১৩ আয়াত]

এ আয়াতে এটাই বলা হয়েছে যে, যার ঈমান সাহাবা-ই কেরামের ঈমানের মত নয়, সে মুনাফিক্ব এবং বড় বোকা। এ আয়াতসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কোন সাহাবী ফাসিক বা কাফির হতে পারেন না এবং সকল সাহাবীর জন্য আল্লাহ তা'আলা জান্নাতের ওয়াদা করেছেন। এটাও প্রমাণিত হল যে, নেককার বান্দাদের মন্দ বলা মুনাফিক্বদের কুপ্রথা।

Yaqadri.blogspot.com

যেমন- রাফেযী (শিয়া) সম্প্রদায় সাহাবা-ই কেরামকে খারেজীগণ 'আহলে বায়ত'কে, গায়রে মুক্বাল্লিদগণ ইমাম আবূ হানীফাকে এবং ওহাবীগণ আল্লাহর প্রিয় ওলীদেরকে মন্দ বলে।

হাদীসের আলোকে সাহাবা-ই কেরামের মর্যাদা

সাহাবা-ই কেরামের ফজীলত সম্পর্কে অনেক হাদীস শরীফ বর্ণিত আছে। তন্মধ্যে কয়েকটি এখানে উদ্ধৃত হল-

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ رضى الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَلَاتَسُبُّوْا اَصْحَابِىْ فَلَوْ اَنَّ اَحَدُكُمْ اَنْفَقَ مِثْلَ اُحُدٍ ذَهَبًا مَابَلَغَ مُدَّ اَحَدِهِمْ وَلَانَصِيْفَه۔

(بخارى: جلد ا صفحه ٥١٨، ترمذى: جلد ٢ صفحه ٢٢٥)

অর্থাৎ: হযরত আবূ সাঈদ খুদরী রদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, "আমার কোন সাহাবীকে মন্দ বল না। তোমাদের কেউ যদি উহুদ পর্বততুল্য স্বর্ণও খয়রাত করে, তাঁদের সোয়া সের যব সদকা করার সমানও হতে পারেনা; বরং এর অর্ধের্কেরও বরাবর হতে পারেনা।"

[বুখারী : ১ম খণ্ড- ৫১৮ পৃষ্ঠা, তিরমিযী : ২য় খণ্ড- ২২৫ পৃষ্ঠা।

عَنْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ الْمُغَفَّلِ رضى الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهَ اَللّٰهَ فِىْ اَصْحَابِىْ لَاتَتَّخِذُوْاهُمْ غَرَضًا مِنْ بَعْدِىْ فَمَنْ اَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّىْ اَحَبَّهُمْ وَمَنْ اَبْغَضَهُمْ فَبُغْضِىْ اَبْغَضَهُمْ۔

অর্থাৎ: হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মুগাফফাল রদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, হুজূর আকরম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "আমার সাহাবীদের ব্যাপারে আল্লাহ্কে ভয় কর, ওদের ভর্ৎসনা ও বিদ্রূপের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত কর না। যে আমার সাহাবীকে মহব্বত করল, সে আমার মহব্বতে তাদেরকে মহব্বত করল এবং যে তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করল, সে আমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণের কারণে তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করল।"[তিরমিযী : ২য়/২২৫।

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رضى الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا رَاَيْتُمُ الَّذِيْنَ يَسُبُّوْنَ اَصْحَابِىْ فَقُوْلُوْا لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلٰى شَرِّكُمْ

অর্থাৎ: হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর রদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, "যখন তোমরা এ ধরনের লোক দেখবে, যারা আমার সাহাবীকে মন্দ বলে, তখন তাদের উদ্দেশে বলে দাও, 'তোমাদের অনিষ্টের উপর আল্লাহর অভিশাপ হোক'।" [তিরমিযী, ২য় খণ্ড, ২২৫ পৃষ্ঠা।

হযরত আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহু

নাম: 'আলী', উপনাম- 'আবুল হাসান', উপাধি- 'আসাদুল্লাহ্'। পিতা- 'আবূ তালেব'। বাল্যকাল থেকে হযরত আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহু রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র তত্ত্বাবধানে বড় হন। সম্পর্কের দিক থেকে তিনি প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র চাচাতো ভাই এবং হুজূরের কন্যা হযরত ফাতিমা আয্-যাহ্রা রদ্বিয়াল্লাহু আনহার স্বামী ছিলেন। তিনিই কিশোরদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। তাবুক অভিযান ব্যতীত সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে তিনি বীরত্বের পরিচয় দেন। ৩৫ হিজরি সনের ২৪ যিলহজ্ব তিনি ইসলামের ৪র্থ খলীফা হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাগর এবং বেলায়তের সম্রাট হিসেবে খ্যাত। আহলে বায়তের অন্যতম সদস্য হযরত আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর ব্যাপারে পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহর এরশাদ করেন-

اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا الاية

অর্থাৎ: "হে নবীর পরিবারবর্গ! আল্লাহ্ তো এটাই চান যে, তোমাদের থেকে প্রত্যেক অপবিত্রতা দূরীভূত করে দেবেন এবং তোমাদেরকে পবিত্র করে পরিচ্ছন্ন করে দেবেন।"

এ প্রসঙ্গে স্বয়ং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন-

لَايُحِبُّ عَلِيًّا مُنَافِقٌ وَلَايَبْغُضُهُ مُؤْمِنٌ

অর্থাৎ: "মুনাফিক আলীকে ভালবাসবেনা এবং কোন মুমিন আলীকে ঘৃণা করতে পারেনা।" [মুসনাদে আহমদী।

গদীরে খুম-এ রসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম মাওলা আলীর হাত তুলে ধরে এরশাদ করেন-

مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِىٌّ مَوْلَاهُ

"আমি যার মাওলা আলীও তার মাওলা।"

[তিরমিযী : ২১৩,২১৪পৃ।

উল্লেখ্য, শিয়াগণ এ হাদীসের অপব্যাখ্যা করেও নানা বিভ্রান্তির জন্ম দিয়েছে। তারা এর অপব্যাখ্যার ভিত্তিতে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্ব, হযরত ওমর ও হযরত ওসমান

Yqadri.blogspot.com

রদ্বিয়াল্লাহু আনহুম'র খিলাফতকে অস্বীকার করে। তারা 'মাওলা' মানে বলে আমীর, ইমাম বা খলীফা।' কিন্তু এটা তাদের মনগড়া ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত জঘন্য ভুল ব্যাখ্যা। এখানে 'মাওলা' মানে 'প্রিয়', 'সাহায্যকারী'।

[সাওয়াইকে মুহরিক্বাহ ও আসাহহুস সিয়ার ইত্যাদি]

বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে ''ঐতিহাসিক গদীর-ই খোম'র ঘটনা'' নামক পুস্তিকায়, লিখেছেন মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান।

হযরত আমীরে মু'আবিয়া রদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র মর্যাদা

তাঁর নাম 'মু'আবিয়া', উপনাম 'আবূ আবদুর রহমান'। পিতা- হযরত আবূ সুফিয়ান রদ্বিয়াল্লাহু আনহু। মাতা- হযরত হিন্দা রদ্বিয়াল্লাহু আনহা। পিতামাতা উভয়ের দিক থেকে তাঁর বংশধারা পঞ্চম পুরুষে হুজূর আকরম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র বংশের সাথে মিলে যায়। ঐতিহাসিকগণের নির্ভরযোগ্য সূত্রানুসারে হযরত আমীরে মু'আবিয়া রদ্বিয়াল্লাহু আনহু হযরত আবূ সুফিয়ানসহ পরিবারের অন্য সদস্যবৃন্দের সাথে ৮ম হিজরিতে মক্কা বিজয়ের সময় ইসলাম ধর্ম কবূল করেছেন। অপর বর্ণনা মতে, হযরত মু'আবিয়া রদ্বিয়াল্লাহু আনহু ৬ষ্ঠ হিজরিতে হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় ইসলাম কবূল করেছেন, তবে প্রকাশ করেছেন ৮ম হিজরি মক্কা বিজয়ের সময়। ইসলাম গ্রহণের পর থেকে হযরত আবূ সুফিয়ান রদ্বিয়াল্লাহু আনহু, হিন্দা রদ্বিয়াল্লাহু আনহা ও হযরত মু'আবিয়া রদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে কখনো স্বয়ং রসূলে মাক্ববূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম সাহাবী বা মু'মিনদের মর্যাদা থেকে খারিজ করেননি এবং কোন সাহাবীই তাঁদের শানে কটূক্তিও করেননি। বরং হযরত মু'আবিয়া রদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে রসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ওহী লেখকগণের মধ্যে গণ্য করে এক বিরাট সৌভাগ্যের অধিকারী করেছেন।

[মাদারিজুন্নুবূয়ত কৃত শায়খ আবদুল হক্ব মুহাদ্দিস দেহলভী রহমাতুল্লাহি আলায়হি]

ইমাম আহমদ রদ্বিয়াল্লাহু আনহু 'মুসনাদে আহমদ'-এ বর্ণনা করেছেন, রসূলে আকরম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম হযরত মু'আবিয়া রদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র জন্য এভাবে পরম করুণাময়ের দরবারে ফরিয়াদ করেছেন-

اَللّٰهُمَّ عَلِّمْ مُعَاوِيَةَ الْكِتَابَ وَالْحِسَابَ رواه احمد في مسنده

অর্থাৎ: ''হে আল্লাহ! মু'আবিয়াকে পবিত্র কোরআন ও অঙ্কশাস্ত্রের জ্ঞান দান কর।''

[মুসনাদে আহমদ ও আয়াহিয়া আর্ন আনিল আমীর মু'আবিয়া, কৃত: আল্লামা আবদুল আযীয-১৪পৃ]

তিরমিযী শরীফে বর্ণিত হাদীসে রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম হযরত মু'আবিয়া রদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র জন্য এভাবে দু'আ করেছেন-

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ هَادِيًا مَّهْدِيًّا وَّاهْدِ بِهِ النَّاسَ

অর্থাৎ: ''হে আল্লাহ! তুমি মু'আবিয়াকে হাদী এবং মাহ্দী বানিয়ে দাও এবং তাঁর মাধ্যমে মানুষকে হিদায়াত দান কর।''

এতদসত্ত্বেও তাঁর শানে 'তাঁকে সাহাবী ও একজন মুমিনের মর্যাদাও দেয়া যায়না' মর্মে শিয়া-রাফেজী অনুসারীদের কটূক্তি করা সাহাবা-ই রসূলের প্রতি জঘন্যতম বেআদবীর শামিল।

উভয়ের মধ্যে মতানৈক্যের কারণ

হযরত আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহু ও আমীরে মু'আবিয়া রদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র মধ্যে মতানৈক্যের ব্যাপারে হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী রহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন, হযরত ওসমান ইবনে আফফান রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর বাড়ি বিদ্রোহীরা ঘেরাও করেছিল। তিনদিন বা এর থেকে অধিক সময় পানি অবরোধ করে রেখেছিল, অতঃপর তাঁর ঘরে প্রবেশ করে মুহাম্মদ ইবনে আবূ বকর এবং অপর তের জন বিদ্রোহী তাঁকে নির্দয়ভাবে শহীদ করে। তাঁর শাহাদাতের পর আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহু মুহাজির ও আনসারগণের সর্বসম্মত রায়ে বরহক খলীফা মনোনীত হন। কিন্তু কয়েকটি কারণে হযরত ওসমান রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারেন নি। এ খবর সিরিয়ায় আমীরে মু'আবিয়া রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর কানে পৌঁছে। তিনি তখন সিরিয়া প্রদেশের গভর্নর। তিনি সংবাদ পাঠালেন যে, মুসলমানদের খলীফাকে স্বয়ং মদীনা শরীফে শহীদ করে দেয়াটা খুবই মারাত্মক ব্যাপার। সুতরাং সবার আগে হত্যাকারীদের উপর কিসাসের হুকুম কার্যকর করা হোক। কিন্তু কয়েকটি অপ্রতিরোধ্য অবস্থার কারণে তিনি হত্যার বদলা (কিসাস) নিতে পারেন নি। ওদিকে কুচক্রিমহল আমীরে মু'আবিয়া রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর মনে এ ধারনাটি বদ্ধমূল করে দেয় যে, আলী মুরতাদ্বা রদ্বিয়াল্লাহু আনহু ইচ্ছাকৃতভাবে কিসাস কার্যকর করতে গড়িমসি করছেন এবং সে হত্যাকাণ্ডে (নাঊযুবিল্লাহ) তাঁর হাত রয়েছে। আমীরে মু'আবিয়া রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর তরফ থেকে বারবার হত্যার প্রতিশোধ নেয়ার জন্য দাবি জানানো হয়। তখনও খিলাফতের অস্বীকার বা স্বীয় রাজত্ব পৃথক করার কোন খেয়াল তাঁর ছিলনা, কেবল উসমান রদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র রক্তের প্রতিশোধের দাবীই ছিল।

শেষ পর্যন্ত এমন অবস্থা সৃষ্টি হল, হযরত মু'আবিয়া রদ্বিয়াল্লাহু আনহু মনে করতে লাগলেন যে, আলী মুরতাদ্বা

Yqadri.blogspot.com

রদ্বিয়াল্লাহু আনহু খিলাফতের উপযুক্ত নন এবং তিনি খিলাফতের দায়দায়িত্ব পূর্ণভাবে আদায় করতে পারছেন না। কেননা, তিনি এতবড় একটি হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ নিতে পারলেন না, তিনি অন্য দায়িত্ব কীভাবে আদায় করতে পারবেন। মতবিরোধের মূল কারণ ছিল এটাই। অন্যান্য মতভেদ ছিল এ মূলেরই শাখা-প্রশাখা। অন্যদের বিরোধিতার কারণও ছিল এটাই।

[হযরত আমীর মু'আবিয়া রদ্বিয়াল্লাহু আনহু: কৃত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী]

এ হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করে সাহাবা-ই কেরাম তিনভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েন। একদল নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করেন, তাঁরা কারো পক্ষে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি। যেমন- হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রদ্বিয়াল্লাহু আনহু, আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর রদ্বিয়াল্লাহু আনহু, আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম রদ্বিয়াল্লাহু আনহু প্রমুখ। একদল হযরত আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর বিপক্ষে যান, যেমন- হযরত আয়েশা রদ্বিয়াল্লাহু আনহা, হযরত তালহা রদ্বিয়াল্লাহু আনহু, হযরত জুবাইর রদ্বিয়াল্লাহু আনহু, হযরত মুহাম্মদ ইবনে তালহা রদ্বিয়াল্লাহু আনহু এবং হযরত আমীর মু'আবিয়া রদ্বিয়াল্লাহু আনহু প্রমুখ। আর অবশিষ্ট সাহাবীগণ হযরত আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর পক্ষে ছিলেন।

একটি বিষয় লক্ষ্যণীয় যে, হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রদ্বিয়াল্লাহু আনহা হযরত আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে ছিলেন। কিন্তু তাঁর আপন ভাই হযরত আবদুর রহমান রদ্বিয়াল্লাহু আনহু হযরত আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর সেনাবাহিনীর সদস্য ছিলেন। আবার স্বয়ং হযরত আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর ভাই হযরত আকীল রদ্বিয়াল্লাহু আনহু সেই যুদ্ধের (জঙ্গ-ই জামাল) সময় নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করেন এবং হযরত আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর অনুমতি নিয়ে আমীর মু'আবিয়া রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর ঘরে মেহমান হয়ে থাকেন। অর্থাৎ তা ছিল হযরত আমীর মু'আবিয়া রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর গবেষণাপ্রসূত ভুল, যা ইসলামের দৃষ্টিকোণে গুনাহ তো নয়ই, বরং এ ইজতিহাদগত ভুলের জন্যও একটি প্রকারের শুভসংবাদ বর্ণিত আছে। (শরহে মাওয়াকেফ, শরহে আক্বাইদে নাসাফী ও নিবরাস, হযরত আমীর মু'আবিয়া রদ্বিয়াল্লাহু আনহু-৬৬পৃষ্ঠা)

আমীর মু'আবিয়া'র বিরুদ্ধবাদীদের আপত্তি

হযরত আমীর মু'আবিয়া রদ্বিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে এ পর্যন্ত যে সমস্ত অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে, তন্মধ্যে কতিপয় অভিযোগ এবং তার জবাব নিম্নে উপস্থাপিত হল-

আপত্তি: জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা মিস্টার আবুল আলা মওদূদী শিয়া-রাফেযীদের ন্যায় সাহাবা-ই কেরামগণের সবচেয়ে বড় সমালোচক। তিনি তার বহুল বিতর্কিত خلافت وملوكيت (খেলাফত ও মুলূকিয়াত) নামক পুস্তিকায় হযরত আমীর মু'আবিয়া রদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে বিদ'আতী আখ্যা দিয়ে উল্লেখ করেন,

"হযরত আমীর মু'আবিয়া রদ্বিয়াল্লাহু আনহু স্বয়ং নিজে এবং তাঁর প্রাদেশিক গভর্নরগণ তাঁর আদেশক্রমে জুমু'আর খোতবায় মিম্বরের উপর দাঁড়িয়ে হযরত আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে গালি দিত (নাউযুবিল্লাহ)। এ ছাড়াও মসজিদে নববীতে মিম্বরে রসূলের উপর দাঁড়িয়ে রসূলে আকরম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র প্রিয়জনদের গালি দিত।"

খণ্ডন : এ ধরনের উক্তি শিয়া-রাফেজী ও আবুল আলা মওদূদীর পক্ষ থেকে হযরত আমীর মু'আবিয়া রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর প্রতি জঘন্য অপবাদের শামিল।

মিস্টার মওদূদী তার দাবীর সমর্থনে যে তিনটি কিতাবের রেফারেন্স উল্লেখ করেছেন (তাফসীরে তাবারী ৪র্থ খণ্ড ১৮৮পৃ, ইবনে আসীর ৩য় খণ্ড ২৩৪ পৃ, আল বেদায়া ওয়ান নিহায়া ৯ম খণ্ড ৮০ পৃ)। দেওবন্দী মাযহাবের অন্যতম পুরোধা ড.তকী ওসমানী সাহেব বলেছেন, আমি তার উল্লেখিত রেফারেন্সগুলো পর্যালোচনা করেছি গভীরভাবে। কিন্তু কোথাও এ তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়নি যে, তিনি (হযরত আমীর মু'আবিয়া রদ্বিয়াল্লাহু আনহু) নিজে হযরত আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে গালি-গালাজ করতেন।

[আমীর মু'আবিয়া আউর তারীখী হাক্বাইক্ব : ৮১পৃষ্ঠা]

উপরন্তু ঐতিহাসিকগণের নির্ভরযোগ্য বর্ণনায় দেখা যায়, হযরত আমীর মু'আবিয়া রদ্বিয়াল্লাহু আনহু হযরত আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর সাথে মতভেদ থাকার পরও তাঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। যেমন- হাফেয ইবনে কাসীর রহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন-

لَمَّا جَآءَ خَبَرِ قَتْلِ عَلِى اِلٰى مُعَاوِيَةِ جَعَلَ يَبْكِىْ فَقَالَتْ لَهٗ اِمْرَاتُهٗ اَتَبْكِيْهِ وَقَدْ قَاتَلْتَهٗ فَقَالَ وَيْحَكْ اِنَّكَ لَاتَدْرِيْنَ مَافَقَدَ النَّاسُ مِنَ الْفَضْلِ وَالْفِقْهِ وَالْعِلْمِ-

অর্থাৎ: হযরত আমীর মু'আবিয়া রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর নিকট যখন হযরত আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদাতের সংবাদ পৌঁছল, তখন তিনি কান্না করতে লাগলেন। ঠিক সেই মুহূর্তে তাঁর স্ত্রী বললেন, আপনি কি আলীর শাহাদাতে ক্রন্দন করছেন? অথচ আপনি তাঁর সাথে লড়াই করেছেন। উত্তরে

Yqadri.blogspot.com

হযরত মু'আবিয়া রদ্বিয়াল্লাহু আনহু বললেন, তুমি নিশ্চয় জাননা, আজ মানবসমাজ অসংখ্য কল্যাণ, ইলমে ফিক্হ এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

[আল বিদায়া : ৮ম খণ্ড : ১৩০ পৃষ্ঠা]

উল্লেখ্য, এখানে হযরত আমীর মু'আবিয়া রদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে বলা হয়েছে যে, "আপনি তাঁর সাথে জীবনে অগণিত যুদ্ধ করেছেন।" কিন্তু তিনি এ কথা বলেননি যে, "আপনি তাঁকে অনেকবার গালিগালাজ করেছেন, সুতরাং আজকে তাঁর শাহাদাতের সংবাদে কেন ক্রন্দন করছেন?"

২য় আপত্তি: একবার হযরত আমীর মু'আবিয়া রদ্বিয়াল্লাহু আনহু স্বীয় কাঁধে ইয়াযীদকে নিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তা দেখে এরশাদ করলেন, "জাহান্নামীর উপর চড়ে জাহান্নামী যাচ্ছে।" এতে বুঝা যাচ্ছে যে, ইয়াযীদও দোযখী এবং (না'উযু বিল্লাহ্) আমীর মু'আবিয়াও দোযখী।

খণ্ডন : এ আপত্তিটি একেবারেই ভিত্তিহীন। জামে ইবনে আসীর, কিতাবুন নাহিয়া ইত্যাদি ইতিহাস গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, পাপিষ্ট ইয়াযীদ হযরত উসমান রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতকালে জন্মগ্রহণ করে। সুতরাং হযরত রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র পবিত্র যুগে আমীর মু'আবিয়া রদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র কাঁধে ইয়াযীদের অবস্থান কোনক্রমেই গ্রহণযোগ্য নয়। [হযরত আমীর মু'আবিয়া : ৮১পৃষ্ঠা]

৩য় আপত্তি : হুযূর আকরম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যখন তোমরা মু'আবিয়াকে আমার মিম্বরের উপর দেখ, তখন তাঁকে হত্যা করে ফেল।" এ হাদীসটি ইমাম যাহাবী উদ্ধৃত করেছেন এবং বিশুদ্ধ বলেছেন। এতে বুঝা গেল যে, আমীর মু'আবিয়া রদ্বিয়াল্লাহু আনহু হত্যার উপযোগী ছিলেন।

খণ্ডন : 'মিথ্যাবাদীদের উপর খোদার অভিশাপ' এটা বলা ছাড়া এ আপত্তির আর কী জবাব দেয়া যায়? কোন এক মিথ্যাবাদী হুজূরের নামে মিথ্যা বলেছে এবং অপবাদটা ইমাম যাহাবীর উপর চাপিয়ে দিয়েছে। সরকারে দু'জাহান সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, "যে আমার ব্যাপারে জেনেশুনে মিথ্যা বলে সে যেন দোযখকে তার ঠিকানা বানিয়ে নেয়।" আল্লাহকে ভয় করা দরকার। বস্তুত ইমাম যাহাবী তাদেরকে রদ করার জন্যই এ জাল হাদীসটি তাঁর ইতিহাসগ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন মাত্র। আর ওখানে সাথে সাথে এও বলে দিয়েছেন যে, "এটি মওজূ' হাদীস, এর কোন ভিত্তি নেই।"

তদুপরি, হুজূরের এটা বলার কি প্রয়োজন ছিল? তিনি তো নিজেই কতল করাতে পারতেন। আর এটাও কিভাবে হতে পারে যে, সমস্ত সাহাবী, তাবেঈন ও আহলে বায়ত এ হাদীস শুনলেন কিন্তু কেউ পাত্তা দিলেন না। বরং ইমাম হাসান রদ্বিয়াল্লাহু আনহু, আমীর মু'আবিয়া রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর পরে খিলাফত থেকে ইস্তেফা দিয়ে আমীর মু'আবিয়া রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর জন্য রসূলের মিম্বরকে একেবারে খালি করে দিলেন এবং হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রদ্বিয়াল্লাহু আনহু আমীর মু'আবিয়ার ইলম ও আমলের প্রশংসা করলেন। তাঁকে দ্বীনের মুজতাহিদ আখ্যায়িত করলেন। ওনাদের কারো কাছে এ হাদীসটি পৌঁছলনা। চৌদ্দশ' বছর পরে এদের কাছে কীভাবে এ হাদীসটি পৌঁছে গেল? এ ছাড়াও আরো অসংখ্য বিভ্রান্তিকর আপত্তি করা হয়েছে কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় তা এখানে আলোকপাত করা হল না।

পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ

হযরত আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহু এবং আমীর মু'আবিয়া রদ্বিয়াল্লাহু আনহু পরস্পরের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিল। একদিন হযরত আমীর মু'আবিয়া রদ্বিয়াল্লাহু আনহু দরবারে উপস্থিত সবাইকে বললেন, যে ব্যক্তি হযরত আলী'র প্রশংসায় যথাযোগ্য কবিতা আবৃত্তি করবে, আমি তাঁকে প্রতিটি কবিতার বিনিময়ে হাজার দিনার দান করব। উপস্থিত কবিগণ হযরত আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর শানে কবিতা আবৃত্তি করে প্রচুর পুরস্কার লাভ করলেন। কিন্তু হযরত মু'আবিয়া রদ্বিয়াল্লাহু আনহু প্রতিটি কবিতা ও ছন্দ শ্রবণ করার পর বলতেন عَلِيٌّ افضل مِنْهُ (আলীয়্যুন আফদ্বালুম মিনহু) অর্থাৎ "আলী এর চেয়েও অনেক উত্তম।" অতঃপর উক্ত মজলিসে আমর বিন আস রদ্বিয়াল্লাহু আনহু হযরত আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর প্রশংসায় এমন একটি কবিতা আবৃত্তি করলেন, যা হযরত আমীর মু'আবিয়া রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর নিকট পছন্দ হল, ফলে ওই কবিতার বিনিময়ে উক্ত কবিকে হযরত আমীর মু'আবিয়া রদ্বিয়াল্লাহু আনহু সাত হাজার দিনার পুরস্কার প্রদান করলেন।

হযরত আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহু সিফফীন যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর আমীর মু'আবিয়া রদ্বিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে ইরশাদ করেন-

أَيُّهَاالنَّاسُ لَاتَكْرَه امارة مُعَاوِيَة فَإِنَّكُمْ لَوْفَقَدْ تَمُوْه
رَائَيْتُمْ الرّوس تـنـدرعَنْ لواهلها كَانَما الْحَنْظَل

অর্থাৎ: "হে লোকসকল! তোমরা আমীর মু'আবিয়ার শাসন এবং নেতৃত্বকে অপছন্দ করোনা। যদি তোমরা তাঁকে নেতৃত্ব থেকে সরিয়ে দাও, তবে তোমরা দেখবে ধড় থেকে মাথা

Yqadri.blogspot.com

এমনভাবে কেটে পড়ছে, যেভাবে হানজল (এক প্রকার তিক্ত ফল) গাছ থেকে পতিত হয়। [আল-বিদায়া : ৮ম খণ্ড, ১৩১পৃষ্ঠা]

বিশিষ্ট ইসলামী মনীষীদের অভিমত

হযরত আলী এবং হযরত আমীর মু'আবিয়া রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর মধ্যে মতপার্থক্যের ব্যাপারে বিভিন্ন ইসলামী চিন্তাবিদগণের মতামত প্রণিধানযোগ্য। নিম্নে তন্মধ্যে কয়েকটি মতামত পেশ করা হল:

• ফারূক্-ই আ'যম রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর অভিমত

হযরত ফারূক্-ই আ'যম উমর রদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হে লোক সকল! আমার পরে তোমরা গোত্রবিভেদ থেকে বেঁচে থাক। যদি তোমরা এমন করে থাক, তবে মনে রেখ! হযরত মু'আবিয়া সিরিয়ায় আছেন।

[হযরত আমীর মু'আবিয়া : ২৬৪ পৃষ্ঠা]

• গাউস-ই আ'যম রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর অভিমত

হুজূর গাউসে পাক শায়খ আবদুল কাদের জিলানী রদ্বিয়াল্লাহু আনহু তাঁর প্রসিদ্ধ কিতাব 'গুনিয়াতুত তালেবীন'র ১৭৫ পৃষ্ঠায় হযরত আমীর মু'আবিয়া রদ্বিয়াল্লাহু আনহু ও আলী মুরতাজা রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর মধ্যে যুদ্ধ-বিদ্রোহ সম্পর্কে ইরশাদ করেন-

وَاَمَّا قِتَالُهُ لِطَلْحَةَ وَالزُّبَيْرِ وَعَائِشَةَ وَمُعَاوِيَةَ فَقَدْ نَصَّ الْاِمَامُ اَحْمَدُ عَلَى الامْسَاكِ عَنْ ذٰلِكَ وَجَمِيْعِ مَاشَجَرَ بَيْنَهُمْ مِّنْ مُنَازَعَةٍ وَمُنَافَرَةٍ وَخُصُوْمَةٍ لِاَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَزِيْلُ ذٰلِكَ مِنْ بَيْنِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَمَا قَالَ عَزَّ وَجَلَّ وَنَزَعْنَا الخ

অর্থাৎ: হযরত আলীর সাথে হযরত তালহা, যুবাইর, আয়েশা সিদ্দীক্বাহ ও আমীর মু'আবিয়া রদ্বিয়াল্লাহু আনহুম'র যুদ্ধ সম্পর্কে ইমাম আহমদ রহমাতুল্লাহি আলায়হি ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে, সাহাবা-ই কেরামের মধ্যে পরস্পরের যুদ্ধের ব্যাপারে বাদানুবাদ করা থেকে বিরত থাকা উচিত। কেননা আল্লাহ তা'আলা তাঁদের সমস্ত কালিমা কিয়ামতের দিন দূরীভূত করে দেবেন। যেমন- আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং ইরশাদ ফরমায়েছেন, আমি জান্নাতীদের অন্তর থেকে ঈর্ষা-বিদ্বেষ বের করে দিব। আর এ জন্য যে, হযরত আলী মুরতাজা রদ্বিয়াল্লাহু আনহু ওসব সাহাবা-ই কেরামের সাথে যুদ্ধ করার ব্যাপারে হকের উপর ছিলেন এবং যাঁরা তাঁর আনুগত্য ত্যাগ করেছে এবং তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়েছে, তাঁদের সাথে এ যুদ্ধ তাঁর দিক থেকে বৈধ হয়েছে। আর যে সব সম্মানিত ব্যক্তিগণ হযরত আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন যেমন আমীর মু'আবিয়া রদ্বিয়াল্লাহু আনহু প্রমুখ তাঁরা হযরত ওসমান রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর রক্তের বদলা দাবি করেছিলেন। যিনি বরহক খলীফা ছিলেন এবং যাঁকে অন্যায়ভাবে শহীদ করা হয়েছে এবং উসমান রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হত্যাকারীরা হযরত আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর সৈন্যবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। সুতরাং তাঁদের দাবীও সঠিক ছিল। গাউস-ই আ'যম রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর ব্যাপারে কটূক্তি করে স্বীয় ঈমান বিনষ্ট করবেনা।

• ইমাম-ই আ'যম রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর মতামত

ইমাম-ই আ'যম হযরত আবূ হানীফা রদ্বিয়াল্লাহু আনহু তাঁর বিশ্ববিখ্যাত কিতাব 'ফিক্বহে আকবর'-এ সাহাবা-ই কেরাম সম্পর্কে আহ্লে সুন্নাতের আক্বীদা প্রসঙ্গে বলেন-

نتولاهم جَمِيْعًا وَلَانذكرُ الصَّحَابَةَ اِلا بِخَيْرٍ

অর্থাৎ আমরা আহলে সুন্নাত সমস্ত সাহাবা-ই কেরামের প্রতি মহব্বত পোষণ করি এবং তাঁদেরকে প্রশংসার সাথে স্মরণ করি। এর ব্যাখ্যায় মোল্লা আলী ক্বারী 'শরহে ফিক্বহে আকবর'-এ লিখেছেন-

وَاِنَّ صدر مِنْ بَعْضِهِمْ بَعْض مَاصَدَرَ فِىْ صُوْرَةِ شر فَانَّه كَانَ عَنْ اِجْتِهَادٍ وَلَمْ يَكُنْ عَلٰى وَجْهِ فَسَادٍ

অর্থাৎ: "যদিও কোন সাহাবী থেকে কিছু বিষয় প্রকাশ পেয়েছে, যেগুলো বাহ্যত দেখতে মন্দ মনে হয়, কিন্তু ওগুলোর সবই ইজতিহাদী কারণ ছিল, ঝগড়া-বিবাদের কারণে নয়।"

অতএব ওই ব্যক্তির সম্পর্কে সহজেই অনুমেয় যে নিজেকে হানাফী বলে দাবী করে, অথচ হযরত আমীর মু'আবিয়া রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর বেলায় কটূক্তি করে; সে তো স্বয়ং স্বীয় ইমামেরই বিরোধিতা করল।

• মুজাদ্দিদ-ই আল্ফ-ই সানীর বাণীসমূহ

কুতবে রব্বানী মুজাদ্দিদ-ই আল্ফে সানী হযরত শায়খ আহমদ ফারূক্বী সারহিন্দ রহমাতুল্লাহি আলায়হি শীর্ষস্থানীয় আউলিয়ার অন্তর্ভুক্ত। তাঁর রচিত মাকতূবাত শরীফের প্রথম খণ্ডের ৫৪ ও ৮৫ পৃষ্ঠায় শায়খ ফরীদ রহমাতুল্লাহি আলায়হিকে লিখিত চিঠিতে বলেন- সমস্ত বিদ'আতী ফিরকার মধ্যে সর্বনিকৃষ্ট ফিরকা সেটা, যা হুজূরে আকরম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র সাহাবা-ই কেরামের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে। আল্লাহ তা'আলা সেই ফেরকাকে কাফির বলেছেন। যেমন পবিত্র কোরআনুল করীমে এরশাদ ফরমান لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ (যাতে কাফিরদের অন্তর্জ্বালা

Yadabi.blogspot.com

সৃষ্টি হয়)। কোরআন এবং শরীয়তের প্রচার সাহাবা-ই কেরামই করেছেন। যদি স্বয়ং সাহাবা-ই কেরাম ভর্ৎসনার পাত্র হন, তাহলে কোরআন ও শরীয়তের ভর্ৎসনা করা হবে। হযরত মুজাদ্দিদ-ই আলফে সানী রহমাতুল্লাহি আলায়হি সেই মাকতূবাত শরীফে আরো এরশাদ করেন, সাহাবা-ই কেরামের মধ্যে যে ঝগড়া ও যুদ্ধসমূহ হয়েছে, সেটা মনোপ্রবৃত্তির কারণে ছিল না। কেননা সাহাবা-ই কেরামের আত্মাসমূহ হুজূরের সংশ্রবের বরকতে পবিত্রতর হয়ে গিয়েছিল। আমি এতটুকু জানি যে, ওইসব যুদ্ধে হযরত আলী হকের উপর ছিলেন এবং তাঁর বিরোধীতাকারীগণও ভুল ধারনায় ছিলেন। কিন্তু এটা ইজতিহাদী ভুল যা পাপের পর্যায়ে পড়েনা। তাছাড়া এখানে দোষারোপ করারও কোন অবকাশ নেই। কেননা মুজতাহিদ ভুলের জন্যও একটি সাওয়াব লাভ করেন।

হযরত মুজাদ্দিদ-ই আলফে সানী সেই মাকতূবাত শরীফের ২য় খণ্ডের ৭২ পৃষ্ঠায় খাজা মুহাম্মদ নক্বী রহমাতুল্লাহি আলায়হিকে লিখিত চিঠিতে মাযহাবে আহলে সুন্নাতের হাক্বীক্বত সম্পর্কে লিখেছেন, সাহাবা-ই কেরাম কতেক ইজতিহাদী বিষয়ে স্বয়ং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র অভিমতের বিপরীত অভিমত দিতেন। তাঁদের এ অভিমত, না দূষণীয় ছিল, না নিন্দনীয়। তাঁদের বিরুদ্ধে কোন ওহীও নাযিল হয়নি। তাহলে ইজতিহাদী বিষয়ে হযরত আলীর বিরোধিতা কি করে কুফরী হতে পারে এবং হযরত আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর বিরোধিতাকারীগণের প্রতি ভর্ৎসনা এবং নিন্দাও কেন? হযরত আলীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীগণের মধ্যে অনেকে জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত। তাঁদের কাফির বলা বা নিন্দা করা যাবেনা।

সুতরাং হযরত আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহু ও আমীর মু'আবিয়া রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর মধ্যে যে ইজতিহাদী মতানৈক্য সৃষ্টি হয়, তার জন্য হযরত আমীর মু'আবিয়া রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর শানে আক্রমণ করা জঘন্যতম অপরাধ ও গোমরাহীর শামিল। কেননা হযরত আমীর মু'আবিয়া রদ্বিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন একাধারে রসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র প্রিয় সাহাবী এবং কাতিব-ই ওহী।

শিয়া, রাফেজী ও আবুল আ'লা মওদূদী ব্যতীত এ যাবৎ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের কোন ইমাম হযরত আমীর মু'আবিয়া রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর পবিত্র শানে কটূক্তি করার দুঃসাহস দেখায়নি; দেখাবেনও কি করে? সাহাবা-ই কেরামের বিরোধীদের জাহান্নামের কুকুর বলে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামীন সকল মুসলমানের ঈমান-আক্বীদাকে হিফাযত করুন।

বিরুদ্ধবাদীদের আরো কিছু সংশয় ও সপ্রমাণ অপনোদন

প্রশ্ন: আবূ সুফিয়ান, হিন্দা, মু'আবিয়া, মারওয়ান চক্রকে সাহাবী বা মুমিনের মর্যাদা দেয়া যায়না। তারা দীর্ঘ তেইশ বৎসর ইসলামের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম করেছে। এ ব্যাপারে আপনার মতামত কি? ঐতিহাসিক ও কোরআন-হাদীসের আলোকে মূল্যবান জবাবদানে ধন্য করবেন।

উত্তর: এ উক্তিটি না ইতিহাসবেত্তাগণের নিকট সমর্থিত, না আহলে সুন্নাত ওয়া জামা'আতের মতাদর্শের অনুরূপ। কারণ, হযরত আবূ সুফিয়ান রদ্বিয়াল্লাহু আনহু ও হযরত আমীর মু'আবিয়া রদ্বিয়াল্লাহু আনহু সর্বসম্মতভাবে সাহাবী। ঐতিহাসিকগণের নির্ভরযোগ্য বর্ণনানুযায়ী দেখা যায় যে, হযরত আমীর মু'আবিয়া রদ্বিয়াল্লাহু আনহু হযরত আবূ সুফিয়ানসহ পরিবারের অন্য সদস্যবৃন্দের সাথে ৮ম হিজরি মক্কা বিজয়ের সময় ইসলাম ধর্ম কবূল করেছেন।

।তারীখে ইসলাম: ১ম খণ্ড : ১৪৬ পৃষ্ঠা : মুফতী আমীমুল ইহসান রহমাতুল্লাহি আলায়হি।

অপর বর্ণনামতে, হযরত মু'আবিয়া রদ্বিয়াল্লাহু আনহু ৬ষ্ঠ হিজরি হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় ইসলাম কবূল করেছেন, তবে প্রকাশ করেছেন, ৮ম হিজরিতে মক্কা বিজয়ের সময় (তারীখুল খোলাফা)। ইসলাম গ্রহণের পর থেকে হযরত আবূ সুফিয়ান রদ্বিয়াল্লাহু আনহু, হিন্দা রদ্বিয়াল্লাহু আনহা এবং হযরত আমীর মু'আবিয়া রদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে কখনো স্বয়ং রসূলে মাক্ববূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম সাহাবী ও মুমিনের মর্যাদা থেকে খারিজ করেননি এবং সিদ্দীক্ব-ই আকবর রদ্বিয়াল্লাহু আনহু, ফারূক্ব-ই আ'যম হযরত ওমর রদ্বিয়াল্লাহু আনহু, হযরত ওসমান রদ্বিয়াল্লাহু আনহু এবং আবূ সুফিয়ান রদ্বিয়াল্লাহু আনহু ও হযরত আমীর মু'আবিয়া রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর বেলায় এ ধরনের কটূক্তি তো দূরের কথা, বরং হযরত মু'আবিয়া রদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে রসূল আকরম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম 'ওহী' (ঐশীবাণী) লেখকগণের মধ্যে গণ্য করে এক বিরাট সৌভাগ্যের অধিকারী করেছেন। ইমাম আহমদ রহমাতুল্লাহি আলায়হি 'মুসনাদে আহমদ'-এ বর্ণনা করেছেন যে, রসূল আকরম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম হযরত মু'আবিয়া রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর জন্য এভাবে পরম করুণাময়ের দরবারে ফরিয়াদ করেছেন-

اَللّٰهُمَّ عَلِّمْ مُعَاوِيَةَ الْكِتَابَ وَالْحِسَابَ رواه احمد فى مسنده

অর্থাৎ: হে আল্লাহ! মু'আবিয়াকে কোরআন ও অঙ্কশাস্ত্রের জ্ঞান দান কর। ।আন্নাহিয়া আন তা'য়ানে মু'আবিয়া পৃষ্ঠা-১৪

yanabi.blogspot.com

আল্লামা আবদুল আযীয ফরহারভী রহমাতুল্লাহি আলায়হি। তিরমিযী শরীফে বর্ণিত হাদীসে রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম হযরত মু'আবিয়া রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর জন্য এভাবে দু'আ করেছেন-

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ هَادِيًا وَّ مَهْدِيًّا بِهِ النَّاس

অর্থাৎ: হে আল্লাহ! তুমি মু'আবিয়াকে হাদী এবং মাহদী বানিয়ে দাও এবং তাঁর মাধ্যমে মানুষকে হিদায়ত দান কর।

[মিশকাত শরীফ : ৫৭৯ পৃষ্ঠা]

তদুপরি, আবূ বকর সিদ্দীক্ব রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর খিলাফতের সময় থেকে হযরত ওসমান গনী রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর খিলাফতকাল পর্যন্ত বিশ বছর হযরত মু'আবিয়া রদ্বিয়াল্লাহু আনহু গভর্নর'র গুরুদায়িত্ব সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে আনজাম দিয়েছেন। [তারীখুল খোলাফা : ১৩৮ পৃষ্ঠা, কৃত: ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী]

এতদসত্ত্বেও তাঁর শানে 'সাহাবী বা মুমিনের মর্যাদা দেয়া যায় না' বলে মন্তব্য করা সাহাবা-ই রসূল'র প্রতি জঘন্যতম বেআদবী বৈ আর কী? তবে মারোয়ান সাহাবী ছিলেন না।

[তারীখে ইসলাম : ১ম খণ্ড : মুফতী আমীমুল ইহসান]

ইমাম আবদুল আযীয ইবনে আহমদ ফারহারভী রহমাতুল্লাহি আলায়হি মারওয়ান সম্পর্কে বলেন, ইতিহাসবেত্তাগণ মারওয়ানের সৎকর্ম ও অপকর্ম উভয়দিক উল্লেখ করেছেন। কিন্তু সৎকর্ম থেকে অপকর্মের সংখ্যা বেশি বলে ঐতিহাসিকগণ মন্তব্য করেছেন। তারপরও এ যাবৎ কোন নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিস ফক্বীহ্ এবং কোন ইমাম মারওয়ানের বেলায় 'মুমিনের মর্যাদা দেয়া যাবেনা' মর্মে উক্তি করার দুঃসাহস দেখাননি। যদিও মারওয়ানকে প্রিয়নবীর সাহাবা-ই কেরামের মধ্যে অধিকাংশ ঐতিহাসিক ও মুহাদ্দিসীনে কেরাম গণ্য করেননি। [আন্নাহিয়া আন তা'য়ানে মু'আবিয়া : ৪৫-৪৬পৃষ্ঠা]

সুতরাং 'আবু সুফিয়ান, হিন্দা, মু'আবিয়া ও মারওয়ান চক্রকে সাহাবী বা মুমিনের মর্যাদা দেয়া যায়না' এ জাতীয় উক্তি করা দ্বীনধর্মকে হেয় করার সমতুল্য এবং সুস্পষ্ট সীমা লঙ্ঘন।

প্রশ্ন: ৪১হিজরিতে মু'আবিয়ার আদেশে মাওলা আলীকে জুমু'আর খোতবায় গালিগালাজ করার প্রথা চালু হয় -এ তথ্যটি ঠিক কিনা মন্তব্য করুন।

উত্তর: এ ধরনের উক্তি শিয়া- রাফেজী ও ষড়যন্ত্রকারীদের পক্ষ হতে বিকৃত করে হযরত মু'আবিয়া রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর প্রতি অপবাদ দেয়া হয়েছে। বরং ঐতিহাসিকগণের নির্ভরযোগ্য বর্ণনায় দেখা যায়, একদা হযরত আমীর মু'আবিয়া রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর দরবারে উপস্থিত সবাইকে বললেন, যে ব্যক্তি হযরত আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর প্রশংসায় যথাযোগ্য কবিতা আবৃত্তি করবে, আমি তাকে প্রতিটি কবিতার বিনিময়ে হাজার দিনার প্রদান করব। উপস্থিত কবিগণ হযরত আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর শানে কবিতা আবৃত্তি করে প্রচুর পুরস্কার লাভ করল। কিন্তু হযরত মু'আবিয়া রদ্বিয়াল্লাহু আনহু প্রতিটি কবিতা ও ছন্দ শ্রবণ করার পর বলতেন عَلِىٌّ اَفْضَلُ مِنْهُ 'এ (কবিতা)'র চেয়েও আলী অনেক উত্তম'। অতঃপর উক্ত মজলিসে কবি আমর বিন আস হযরত আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর প্রশংসা সম্বলিত এমন একটি কবিতা রচনা করে আবৃত্তি করলেন যা হযরত আমীর মু'আবিয়া রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর নিকট খুবই পছন্দ হল; ফলে উক্ত কবিতার বিনিময়ে উক্ত কবিকে হযরত আমীর মু'আবিয়া রদ্বিয়াল্লাহু আনহু সাত হাজার দিনার (স্বর্ণমুদ্রা) পুরস্কার প্রদান করলেন।

[আন্নাহিয়া আন তায়ানে মু'আবিয়া : ২৯ পৃষ্ঠা, কৃত: হযরত আবদুল আযীয]

তবে ইমাম তাবারীর বর্ণনা মতে, হযরত আমীর মু'আবিয়া রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর নির্দেশক্রমে মিম্বরে ও জনসম্মুখে মাওলা আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর বিরোধিতা করা ও মন্দ বলার প্রথা চালু হওয়ার যে বিবরণ পাওয়া যায় তা ছিল সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন অথবা উভয়ের মধ্যে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব ও ভুল বুঝাবুঝি। বিশেষত হযরত আমীর মু'আবিয়া রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর ইজতিহাদী ভুলেরই কারণ। অর্থাৎ এটা ছিল হযরত মু'আবিয়া রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ও নেতৃত্ব তাঁর অনুকূলে রাখার জন্য একটি কৌশল মাত্র। আসলে মাওলা আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর শান-মান ও অসাধারণ মর্যাদা-বুযুর্গীর ব্যাপারে হযরত মু'আবিয়া রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর আন্তরিক শ্রদ্ধা-বিশ্বাসে বিন্দুমাত্র ফাঁক ছিলনা। যেমন বর্ণিত আছে যে, একদা মাওলা আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর একনিষ্ঠ এক বন্ধুকে হযরত মু'আবিয়া রদ্বিয়াল্লাহু আনহু বললেন, তুমি আমাকে আলীর মহত্ব ও গুণাগুণ বর্ণনা কর। যখন তিনি মাওলা আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর শান-মান ও সুমহান মর্যাদাসমূহ বর্ণনা করে শুনালেন, হযরত আমীর মু'আবিয়া রদ্বিয়াল্লাহু আনহু অনেক কাঁদলেন এবং বললেন, আল্লাহর রহমত ও করুণা বর্ষিত হোক আবুল হাসান (হযরত আলী) এর উপর। আল্লাহর শপথ! তিনি এ রকমই ছিলেন।

[তারীখে ইসলাম : ১ম খণ্ড, কৃত: মুফতী আমীমুল ইহসান]

সুতরাং উপরিউক্ত বর্ণনাসমূহের প্রতি দৃষ্টি না করে ঢালাওভাবে এ কথা বলা "৪১ হিজরিতে মু'আবিয়ার আদেশে মাওলা আলীকে জুমু'আর খোতবায় গালি-গালাজ করার প্রথা চালু হয়" -ভিত্তিহীন ও বিভ্রান্তিকর অথবা হযরত আমীর মু'আবিয়া রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর রাজনৈতিক কৌশলকে

Yqadri.blogspot.com

বিকৃত করে সাধারণ মুসলমানকে হযরত মু'আবিয়া রদ্বিয়াল্লাহু আনহু ও সাহাবা-ই কেরামের ব্যাপারে বিভ্রান্তি ছড়ানোর পাঁয়তারা ছাড়া কিছুই নয়।

প্রশ্ন: 'প্রিয়নবীজী ইসলামের বিপর্যয়ের কথা চিন্তা করেই তাঁর তিরোধানের পর মুসলমানগণ যাতে বিপদগ্রস্ত না হয়, এবং মুনাফিকরা যাতে ইসলামের নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত হতে না পারে সে উদ্দেশ্যেই তিনি আল্লাহর হুকুমে তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনয়ন করে গিয়েছিলেন। বিদায় হজ্বের পর মদীনা শরীফে ফেরার পথে 'গদীর-ই খোম' নামক স্থানে এক লক্ষ চব্বিশ হাজার অনুসারীর সামনে রীতিমত অভিষেক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে হযরত আলীকে 'মাওলা' উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন এবং তাঁর অবর্তমানে মুসলমানদের ইমাম /খলীফা হিসেবে মনোনয়ন দান করেছিলেন। 'গদীর-ই খোম'র ওসীয়তকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম লিখিতরূপে দিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু হযরত ওমর রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর বাধার কারণে সম্ভব হয়নি। এখন প্রশ্ন হল- হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক তাঁর অবর্তমানে হযরত আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহুকেই মুসলমানদের ইমাম নির্বাচিত করা কি পরবর্তী খলীফাগণ মেনে নেননি? এ ব্যাপারে আপনার মতামত এবং হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র ইন্তিকালের পর পরবর্তী খলীফা নির্বাচনের বিষয়টি বিস্তারিত বিবরণসহ পেশ করুন।

উত্তর: হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁর অবর্তমানে হযরত আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে মুসলমানদের ইমাম বা খলীফা নির্বাচন করেছিলেন কি না, এ ব্যাপারে স্বয়ং হযরত আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদীস শরীফে হযরত আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহু সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে, হুজূর আকরম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম জীবদ্দশায় সুস্পষ্টভাবে কাউকে খলীফা নির্বাচিত করেননি। বরং এ গুরুদায়িত্ব মুসলমানের রায় ও পরামর্শের উপর ছেড়ে দিয়েছেন। সুতরাং আমিও তোমাদের উপর ছেড়ে দিয়েছি। (বর্ণনায় ইমাম আহমদ ও বাজ্জাজ রহমাতুল্লাহি আলায়হি)

যদি এ কথা কিছুক্ষণের জন্য ধরে নেয়া হয় যে, রসূল আকরম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম জীবদ্দশায় শিয়া-রাফেজীদের ভ্রান্ত মতানুযায়ী গদীর-ই খোম'র ভাষণে বা অন্য সময়ে মাওলা আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর জন্য খিলাফত বা ইমামতকে নির্দিষ্ট করে যান, তবে তা কি হযরত আবূ বকর, ফারূক-ই আযম, ওসমান গনী ও হযরত আব্বাস রদ্বিয়াল্লাহু আনহুমসহ বিশিষ্ট সাহাবীগণের মধ্যে কারো জানা ছিল না? রসূলে করীমের ওফাত শরীফের পর খলীফা নির্বাচনের ব্যাপারে যখন আনসার ও মুহাজিরগণের মধ্যে পরামর্শ শুরু হল, তখন হযরত আলী বা আব্বাস রদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা উভয়ে প্রতিবাদ করলেন না কেন? জানের ভয়ে হক কথা লুকিয়ে রাখা বোবা শয়তানের দলে অন্তর্ভুক্ত হওয়া কি মাওলা আলী'র শান হতে পারে? কখনো না। অথচ, হুজূর আকরম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র ওফাত শরীফের পর খেলাফতকে কেন্দ্র করে আনসার-মুহাজিরগণের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি হলেও পরিশেষে সবাই হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্ব রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হাতে বাই'আত গ্রহণ করেন। স্বয়ং মাওলা আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহু ইবনে হাব্বানের বর্ণনা মতে প্রথম পর্যায়ে, ইমাম বুখারী রহমাতুল্লাহি আলায়হির বর্ণনা মতে ছ'মাস পর হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্ব রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হাতে বাই'আত গ্রহণ করেছেন।

(ফাতহুল বারী ও তারীখে ইসলাম ১ম-৮পৃ. কৃত: মুফতী আমীমুল ইহসান)

সুতরাং হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্ব রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতের উপর উম্মতের ইজমা বা দৃঢ় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বিধায় যারা সরকারে দু'আলম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র ইন্তিকালের পর সিদ্দীক্ব-ই আকবর রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর খিলাফতকে অস্বীকার করে, আহলে সুন্নাত ওয়া জামা'আতের ইমামগণের মতে তারা কাফির ও বেঈমান হয়ে যাবে। (ফতহুল কৃদীর ও হাশিয়ায়ে তাবয়ীন ও ফতোয়ায়ে রজভিয়া ৯ম-৩৯৩পৃ)

অতএব, এ ধরনের মন্তব্য করা, হযরত রসূল আকরম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁর অবর্তমানে হযরত আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে খলীফা বা মুসলমানগণের নেতা হিসেবে মনোনয়ন দিয়েছেন' -আসলে সিদ্দীক্ব-ই আকবর রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর খিলাফতকে অস্বীকার করা নয় কি? গদীর-ই খোমে রসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম মাওলা আলী রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর ব্যাপারে বলেছেন-

"আমি যার মাওলা আলীও তার মাওলা" (বর্ণনায় তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ ইত্যাদি)। উক্ত হাদীস শরীফে 'মাওলা' আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর শান ও ব্যাপক মর্যাদার কথা ব্যক্ত করা হয়েছে। গদীরে খোমের হাদীসের ব্যাখ্যায় ইবনে হাজর মক্কী রদ্বিয়াল্লাহু আনহু ইবনে ইসহাক থেকে বর্ণনা করেন যে, যারা হযরত আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর সাথে ইয়ামেন গিয়েছিলেন তাদের মধ্যে কয়েকজন সাহাবী হযরত আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর উপর অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। ইমাম বুখারী রহমাতুল্লাহি আলায়হির বর্ণনায় দেখা যায়, হযরত বুরায়দা রদ্বিয়াল্লাহু আনহু হযরত আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর উপর অসন্তুষ্ট হয়ে অন্তরে মাওলা আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর প্রতি বৈরিতা পোষণ করেছিলেন। তাদের এ সমস্ত অসন্তুষ্টি

Yqadri.blogspot.com

প্রত্যাখ্যান করে মাওলা আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর সাথে তাদের অন্তরিকতা ও প্রীতিবন্ধনকে দৃঢ় করার জন্য গদীরে খোমে রসূলে আকরম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে 'মাওলা' উপাধীতে ভূষিত করেন। [সাওয়াইক্বে মুহরিক্বা ও আসাহহুস সিয়ার : পৃষ্ঠা ৫৪৯]

ওই হাদীস শরীফকে কোন সাহাবী এমনকি হযরত আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহু নিজেই প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র পৃথিবী থেকে আড়াল হওয়ার পর খেলাফতের জন্য প্রমাণ স্বরূপ পেশ করেননি। [শরহে মাওয়াকিফ : পৃষ্ঠা ৭৮]

গদীরে খোমের ওসীয়তকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম লিখিতরূপে দিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু হযরত ওমর রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর বাধার কারণে সম্ভব হয়নি। এ ধরনের মন্তব্য হাদীসে রসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র অপব্যাখ্যার শামিল। আসলে হাদীস শরীফটি ছিল নিম্নরূপ:

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ لَمَّا اشْتَدَّ بِالنَّبِيِّ ﷺ وَجعه قَالَ اِيْتُوْنِيْ بِكِتَابٍ اَكْتُبُ لَكُمْ كِتَابًا لَاتَضِلُّوْا بَعْدِه قَالَ عُمَرُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ غَلَبَ الْوجع وَكِتَابُ اللّٰهِ حَسْبُنَا فَاخْتَلَفُوْا وَ كثر اللغط قَالَ قُوْمُوْا عَنِّيْ وَلَا يَنْبَغِيْ عِنْدِيْ التَّنَازُع

অর্থাৎ: হযরত ইবনে আব্বাস রদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র দরদ-ব্যাথা বেড়ে গেল, তখন তিনি বললেন, তোমরা আমার নিকট একখানা কাগজ নিয়ে আস, আমি তোমাদের জন্য কিছু লিপিবদ্ধ করি, যার পর তোমরা পথভ্রষ্ট হয়ে না যাও। হযরত ওমর ফারূক্ব রদ্বিয়াল্লাহু আনহু বললেন, রসূল আকরম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র কষ্ট অত্যন্ত বেশি অনুভূত হচ্ছে। আমাদের জন্য আল্লাহ্‌র কিতাবই যথেষ্ট। উপস্থিত সাহাবা-ই কেরাম মতানৈক্যে লিপ্ত হয়ে গেলেন এবং সেখানে তাঁদের আওয়াজ কিছু উঁচু হয়ে গিয়েছিল। রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা আমার নিকট হতে উঠে যাও, আমার পার্শ্বে মতবিরোধ সমীচীন নয়। [সহীহ বুখারী শরীফ : ১ম খণ্ড : ২২ পৃষ্ঠা]

উল্লিখিত হাদীসে পাকে কি বিষয়ে লেখার জন্য চেয়েছিলেন তা স্পষ্ট নয়। হাদীসের ব্যাখ্যাকারীগণের মধ্যে কেউ কেউ বলেন, রসূলে আকরম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ধর্মীয় অত্যন্ত জরুরী আহকাম ও বিষয়সমূহ লেখার জন্য চেয়েছিলেন। কেউ কেউ বলেন, রসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ওফাত শরীফের পর খলীফাগণের নামসমূহ লেখার জন্য চেয়েছিলেন, যাতে পরবর্তীতে মতানৈক্য সৃষ্টি না হয়। [ফাতহুল বারী কৃত: ইমাম ইবনে হাজর আসক্বালানী]

সুতরাং ওই হাদীসকে নির্দিষ্ট করে হযরত আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতের জন্য প্রমাণস্বরূপ পেশ করা হুজূর করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র হাদীস শরীফের মনগড়া অপব্যাখ্যা। অথচ মাওলা আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহূ, হযরত আব্বাস রদ্বিয়াল্লাহু আনহু এবং আহলে বায়তে রসূলের কেউ উক্ত হাদীস শরীফকে মাওলা আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর খিলাফতের জন্য প্রমাণস্বরূপ বলে পেশ করেননি। [ফাতহুল বারী ওমদাতুল ক্বারী ও শরহে মাওয়াকিফ ইত্যাদি]

তাছাড়া ওই 'মাওলা' শব্দের অর্থ ইমাম বা খলীফা বলাও ভিত্তিহীন। এ অর্থটা শিয়াদের মনগড়া ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত। এ হাদীসে 'মাওলা' মানে 'বন্ধু, প্রিয়জন, সাহায্যকারী' প্রভৃতি। [সাওয়াইক্বে মুহরিক্বাহ ও আসাহহুস সিয়ার ইত্যাদি]

প্রশ্ন: "রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র ওফাতের পর তাঁর পবিত্র দেহ মুবারকের দাফন না সেরেই নবীজীর আহলে বায়তকে বাদ দিয়ে উমাইয়ারা গভীর ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ইসলামের প্রথম খলীফা নির্বাচন করেন।" এ উক্তিটি কি ঠিক?

উত্তর: এ ধরনের উক্তি অবশ্যই ষড়যন্ত্রমূলক এবং সাহাবা-ই রসূল বিশেষতঃ আনসার ও মুহাজিরীনে কেরামের শানে অপবাদ ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক, মুহাদ্দিসীন ও ফুক্বাহা-ই কেরাম'র চূড়ান্ত মতানুযায়ী সরকারে দু'আলম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র ওফাত শরীফের পর অধিকাংশ আনসার ও মুহাজিরীনের পরামর্শ ও সিদ্ধান্ত মুতাবেক প্রথম খলীফা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্ব রদ্বিয়াল্লাহু আনহু নির্বাচিত হন। [তারীখে ইসলাম, তারীখুল খুলাফা ও আসাহহুস সিয়ার ইত্যাদি]

সুতরাং এ জাতীয় মন্তব্য করা সকল সাহাবা-ই কেরাম তথা আনসার মুহাজিরীনের মান-মর্যাদার প্রতি অবমাননা। বিশেষতঃ হযরত আবূ বকর রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতকে অস্বীকার করার নামান্তর, যা স্পষ্ট বেঈমানী ও গোমরাহী।

প্রশ্ন: মু'আবিয়াই হল ইসলামের মূল্যবোধ ধ্বংস করার, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র বংশধরদের হত্যার নীলনকশা প্রদানকারী ও ক্ষমতা ছিনিয়ে নেওয়ার এবং সর্বোপরি কারবালার হৃদয়বিদারক ঘটনার মূল নায়ক।" এ উক্তিটির ব্যাপারে আপনার মতামত কি?

উত্তর: আসলে এ ধরনের উক্তি হযরত আমীর মু'আবিয়া

Yqadri.blogspot.com

রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর প্রতি ষড়যন্ত্র ও কুচক্রীদের জঘন্যতম অপবাদস্বরূপ। খারেজী-রাফেজী ছাড়া এ যাবত আহলে সুন্নাত ওয়া জামা'আতের কোন ইমাম এ জাতীয় উক্তি কখনো উচ্চারণ করেননি। যদিও মাওলা আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর সাথে হযরত মু'আবিয়া রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর যুদ্ধ-বিগ্রহ হয়েছে এবং আমীর মু'আবিয়া রদ্বিয়াল্লাহু আনহু ওফাতের পূর্বেই ইয়াযীদের জন্য নেতৃত্ব চূড়ান্ত করেছেন। এটা ছিল তাঁর ইজতিহাদী ভুল। যেহেতু তিনি নিজেই একজন ফক্বীহ ও মুজতাহিদ ছিলেন। যেমন ইবনে আব্বাস রদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে হযরত মু'আবিয়া রদ্বিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে জানতে চাইলে ইবনে আব্বাস রদ্বিয়াল্লাহু আনহু উত্তরে বলেন, অবশ্যই তিনি (মু'আবিয়া) একজন ফক্বীহ ও মুজতাহিদ ছিলেন। [মিশকাত শরীফ : ১২২ পৃষ্ঠা]

এ কথা চিরসত্য যে, মুজতাহিদগণের ইজতিহাদীভুল ধর্তব্য নয়, বরং ইজতিহাদী ভুলেও মুজতাহিদীন-ই কেরাম একটা পুরস্কার পেয়ে থাকেন (নূরুল আনওয়ার)। সুতরাং এ ধরনের ব্যাপারকে কেন্দ্র করে হযরত আমীর মু'আবিয়া রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর শানে সামান্যতম কটূক্তি ও অশ্রদ্ধাবোধ করা যাবে না। এটাই আহলে সুন্নাত ওয়া জামা'আতের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত। [শরহে মাওয়াকিফ ও শরহে আক্বাইদে নাসাফী]

আল্লামা আবূ ইসহাক রহমাতুল্লাহি আলায়হি 'নূরুল আইন ফী মাশহাদিল হুসাইন' কিতাবে বর্ণনা করেন- হযরত আমীর মু'আবিয়া রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর ইন্তিকালের পূর্বে ইয়াযীদ জিজ্ঞেস করল, আপনার পরে খলীফা কে হবে? আমীরে মু'আবিয়া রদ্বিয়াল্লাহু আনহু তদুত্তরে বলেন- "তুমি হবে তবে আমার কিছু কথা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর! কোন কাজই ইমাম হুসাইনের পরামর্শ ছাড়া করবে না। ইমাম হুসাইনের খোজখবর প্রথম নম্বরে স্থান দিবে। ইমাম হুসাইন এবং তাঁর পরিবারবর্গের সাথে ভাল ব্যবহার করবে।"

সুতরাং উপরোক্ত বর্ণনার পরিপ্রেক্ষিতে পরিস্কার হয়ে যায় যে, যেভাবে কেনান কাফেরের (হযরত নূহ আলায়হিস সালাম'র পুত্র) কারণে আল্লাহর পয়গম্বর হযরত নূহ আলায়হিস সালামকে দোষারোপ করা যাবেনা। তদ্রুপ নবী বংশধরের হত্যাকারী বিশেষত কারবালার হৃদয় বিদারক ঘটনার মূলনায়ক পথভ্রষ্ট ইয়াযীদের কারণে হযরত মু'আবিয়া রদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র শানে আক্রমণ করা যাবে না। এটাই আহলে সুন্নাত ওয়া জামা'আতের চূড়ান্ত ফায়সালা। আসলে উপরোক্ত উক্তিসমূহ শিয়া-রাফেজীদের মাওলা আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহু ও আহলে বায়তে রসূলের প্রতি অধিকতর ভালবাসার নামে এক অশুভ ও ভ্রান্ত চক্রান্ত। সুতরাং এ ধরনের ভ্রান্ত চক্রান্তের ব্যাপারে হুঁশিয়ার থাকার জন্য প্রত্যেক মুসলমানের প্রতি আহ্বান রইল।

পরিশেষে, হযরত আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহু ও আমীর মু'আবিয়া রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর মধ্যে যে ইজতিহাদী মতানৈক্য সৃষ্টি হয়, তজ্জন্য নির্বিচারে আমীর মু'আবিয়ার প্রতি মন্দধারণা পোষণ করা, তাঁর প্রতি আশালীন মন্তব্য করা জঘন্যতম অপরাধ ও গোমরাহীর শামিল। ঈমানদার মাত্রই একথার প্রতি লক্ষ্য রাখবেন যে, হযরত আমীর মু'আবি'য়া একাধারে প্রিয়নবীর প্রিয় সাহাবী, কাতেবে ওহী, ইসলামের জন্য নিবেদিত প্রাণ ও অগণিত অবদানের স্বাক্ষর স্থাপনকারী। খোদ আমীর মু'আবিয়ার ইজতিহাদ এ সত্যকে নির্দ্বিধায় মান্য করে সুন্নী মুসলমান আর প্রত্যাখ্যান করে মহাভ্রান্ত শিয়া ও তার দোসররা। আল্লাহ্ পাক সত্যের উপর অটল রাখুন; আমীন।